স্মরণিকা

৮ম কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০১৯

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪।
www.shubbanbd.org

স্মরণিকা

৮ম কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০১৯

সম্পাদনা ও ব্যবস্থাপনায় ঃ মোঃ রেজাউল ইসলাম
মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ফারুক
তানযীল আহমাদ

প্রকাশনায় ঃ প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ
জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ শাবান, ১৪৪০ হিজরী
এপ্রিল, ২০১৯ ঈসায়ী
বৈশাখ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

অঙ্গসজ্জা ঃ মোঃ রবিউল হাসান
মুদ্রণ ঃ পিক্সেল গ্রাফিক্স এন্ড প্রিন্টার্স
৫১/৫১/এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
০১.	বাণী সমূহ	
	উদ্বোধক	০৪
	জমঈয়ত সভাপতি	০৫
	শুব্বান পরিচালক	০৬
	শুব্বান সভাপতি	০৭
০২.	সম্পাদকীয়	০৮
০৩.	সাংগঠনিক রিপোর্ট	০৯
০৪.	মাজলিসে শূরার দায়িত্বশীলগণের তালিকা	১০
০৫.	মাজলিসে আম এর তালিকা	১১
০৬.	শুব্বানদের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রাসঙ্গিক কথা	১২
০৭.	জমঈয়ত শুব্বান, দক্ষতার সাথে হও আগুয়ান	১৪
০৮.	শুব্বানের ৮ম কেন্দ্রীয় সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবনা	১৬

সম্মানিত উদ্বোধকের

বাণী

আল হামদুলিল্লাহ! বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর যুব সংগঠন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস-এর ৭ম কেন্দ্রীয় সম্মেলনে আমি প্রথমবার উদ্বোধক হিসেবে যোগদান করি। যা ২০১৬ সালে ঢাকার একটি কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এবারও তারা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এ জন্য আমি গর্বিত। এ সম্মেলন উপলক্ষে তারা একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন, যা প্রশংসার দাবি রাখে।

বর্তমান যুবসমাজ যখন বহুমুখী নেতিবাচক কাজে জড়িয়ে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছার উপক্রম, এমন এক সন্ধিক্ষণে শুব্বানের যুবকরা অভিভাবক মহলকে আশান্বিত করছে। তারা যাবতীয় মাদক, সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ, অপসংস্কৃতি ও অনৈতিকতাকে পরিহার করে সমৃদ্ধ আগামীর পথে চলেছে।

আমি ৮ম কেন্দ্রীয় সম্মেলন-এর সাফল্য কামনার পাশাপাশি সকলের জন্য আন্তরিক দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদের সকলকে তাঁর দীনের জন্য ক্ববূল করেন। আমীন।

কাজী আকরাম উদ্দিন আহমদ
উপদেষ্টা, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর মাননীয় সভাপতির

বাণী

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِين، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى أَفْضَلِ المُرْسَلِين؛ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ؛ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِين. أَمَّا بَعْدُ:

আল হামদুলিল্লাহ! আসসালাতু আস সালামু 'আলা রাসূলিল্লাহ। আম্মা বা'দ-

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর যুব সংগঠন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস-এর ৮ম কেন্দ্রীয় সম্মেলন-২০১৯ উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। সম্মেলনের স্মৃতিগুলো একটি মলাটে বন্দি থাকলে তা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য পাথেয় হিসেবে বিবেচিত হয়।

এ কথা বলা বাহুল্য যে, শুব্বানের যাবতীয় কার্যক্রম তাদের গঠনতন্ত্র মোতাবেক পরিচালিত হয়। আর গঠনতন্ত্র অনুসরণের ক্ষেত্রে শুব্বান সদস্যদের ভূমিকা প্রশংসার্হ।

বিগত বছরগুলোর ন্যায় এবারও শুব্বানের সর্বোচ্চ ফোরাম মাজলিসে 'আম সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে আগামী সেশনের দায়িত্বশীলগণ নির্বাচিত হবেন। এ সম্মেলনে যারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন তারা রাগের, আরেফ ও সালেক এই তিনটি ধাপ অতিক্রম করে ত্যাগ ও যোগ্যতার মাপকাঠিতে সালেহ্ হিসেবে বিবেচিত। এই সালেহ্ সদস্যগণ তাদের প্রজ্ঞা ও সুচিন্তিত মতের প্রতিফলন ঘটাবেন ভোট প্রয়োগের মাধ্যমে। আর এভাবেই সার্বিক বিচারে অপেক্ষাকৃত যোগ্য ব্যক্তিগণ দায়িত্বশীল নির্বাচিত হবেন।

আমার প্রত্যাশা নতুন দায়িত্বশীলগণ স্বীয় যোগ্যতা, নিষ্ঠা ও কর্মের মাধ্যমে আমাদের যুব সংগঠনটিকে ক্রমান্বয়ে কাঙ্খিত মঞ্জিলে পৌঁছে দিতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন।

আমি ৮ম কেন্দ্রীয় সম্মেলন-এর সাফল্য কামনার পাশাপাশি সকলের জন্য আন্তরিক দু'আ করি আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদের সকলকে তাঁর দ্বীনের জন্য কুবূল করেন। আমীন।

অধ্যাপক মুহাম্মদ মোবারক আলী
সভাপতি
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর শুব্বানবিষয়ক সেক্রেটারির

বাণী

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِين، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى أَفْضَلِ المُرْسَلِين؛ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ؛ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِين. أَمَّا بَعْدُ:

নাহমাদুহু ওয়া নুসল্লি আলা রসূলিহিল কারিম, আম্মা বাদ-

তাওহীদী কাফেলা জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর ৮ম কেন্দ্রীয় সম্মেলনে সকল শুব্বান ভাইদের প্রতি সালাম ও মোবারকবাদ। শুব্বান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ছিল এদেশের বিপথগামী ছাত্র ও যুবসমাজকে ইসলামের আলোকিত পথে ফিরিয়ে আনার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা করা। তাওহিদ ও সুন্নাহর মশাল নিয়ে আহলে হাদীস যুবকরা দ্বীনের অতন্দ্র প্রহরী হবে- এই আমাদের উদ্দেশ্য।

আজ বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় আদাজল খেয়ে যেভাবে মুসলিম যুবকদেরকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে, তা রুখতে আমরা কি আমাদের সাধ্যানুসারে চেষ্টা করে যাচ্ছি? তা আজ শুব্বানের প্রত্যেক কর্মীর নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে।

সম্মেলনে শুব্বানের নব নির্বাচিত দায়িত্বশীলগণের নাম ঘোষনা করা হবে। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর কান্ডারী হোক শুব্বান ভাইয়েরা- এই আমার একান্ত কামনা।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তার দ্বীনের একজন সেবক হিসেবে ক্ববূল করুন, আমীন।

মুহাম্মাদ আব্দুল মাতীন
শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর সভাপতির

বাণী

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর ৮ম কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০১৯ উপলক্ষে একটি সংক্ষিপ্ত স্মারক প্রকাশ করতে পেরে পরম করুণা নিধান আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ্। অগণিত দরুদ ও সালাম পেশ করছি বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত, রহমাতুল লিল আলামীন, মানবতার সর্বাঙ্গীন সফলতার সর্বোত্তম আদর্শ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে কেরামের প্রতি। শুব্বানের এ গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের প্রাক্কালে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমাদের সম্মানিত পুর্বপুরুষদের, যাঁরা নববী আদর্শের দা'ওয়াত ও তাবলীগে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁদের সেই ত্যাগ ও কুরবানীর পথ ধরে আল্লাহর ফযলে বাংলার যমীনে কুরআন- সুন্নাহ প্রতিষ্ঠার মিশন সুসংগঠিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে পথহারা ও বিভ্রান্ত মানুষগুলো পার্থিব সফলতা ও পরকালীন মুক্তির দিশা পাচ্ছে।

জমঈয়তে আহলে হাদীস পাক-ভারত উপমহাদেশের একটি ঐতিহাসিক আন্দোলনের নাম। যা সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের অনুপম আদর্শে উজ্জীবিত মানবজাতির ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনের পথ ও মতের একনিষ্ঠ অনুসারী। পৃথিবীর গৌরবময় ইতিহাসের রচনাকারী সালাফে সালেহীনের পদাংক অনুসরণের আধুনিক প্লাটফর্ম। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, তাদের এ ঐকান্তিক ও নিরলস প্রচেষ্টা ভবিষ্যত তরুণ প্রজন্মের জন্য আলোকবর্তিকাস্বরূপ। ২০১৯ সালের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনকে কেন্দ্র করে এদশের আগামী দিনের সৎ, যোগ্য ও আদর্শ নেতৃত্ব শুব্বান ভাইয়েরা একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে– এটি তাদের কামিয়াবীর আরেকটি মাইল-ফলক। আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের দরবারে তাদের জন্য প্রাণোৎসারিত দু'আ– হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে ক্ববূল করো। একবিংশ শতাব্দীর এ সূচনা লগ্নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম প্রভূত উন্নতি ঘটলেও আগামীর নেতৃত্ব এ দেশের তরুণ প্রজন্ম আজ বহুমুখী সমস্যায় নিপতিত। মাতৃভূমি বাংলাদেশের যুব সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একদিকে অপসংস্কৃতি, মাদক, নৈতিকতাবিহীন শিক্ষা, দূষিত ও অপরাজনীতির আগ্রাসনে দিশেহারা। অন্যদিকে কতিপয় যুবক সমগ্র বিশ্বের শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য চরম হুমকি স্বরুপ সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের ব্যাধিতে আক্রান্ত। সকল অপশক্তির বিকল্প ধারার নাম জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ। এ তরীর মূল কাণ্ডারী হিসেবে যুবক ও তরুণ প্রজন্মের প্রতি আমার উদাত্ত আহ্বান– আগামীর ইসলামের জন্য, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও নেশামুক্ত আগামীর আদর্শ ও উন্নত বাংলাদেশের জন্য আসুন শুব্বানের কাফেলায় শরীক হই।

পরিশেষে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বারগাহে প্রার্থনা– হে আল্লাহ! তোমার মনোনীত দীনের খাদিমদেরকে হিফাযত করো; তোমার দীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের সকল পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দাও এবং তোমার দীন প্রতিষ্ঠার জন্য মেহনতী, মুখলেস বান্দাদেরকে তুমি সাহায্য করো– নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাত্হুন্ কারীব, ওয়া বাশ্শিরিল মু'মিনিন।

মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী
কেন্দ্রীয় সভাপতি
জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

সম্পাদকীয়

আল-হামদুলিল্লাহ, ২০১৬ থেকে ২০১৮ সেশনে সফলভাবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে নতুন একটি কমিটি গঠনের অব্যবহিত পর শুব্বানের ৮ম কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০১৯ এর আয়োজন করা হয়েছে। আজকের এই সম্মেলন বাংলাদেশের আহলে হাদীস যুবগোষ্ঠী এবং কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন-যাপনে আগ্রহী যে কোন জনাগোষ্ঠীর নিকট আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে।

জমঈয়ত ও শুব্বানে আহলে হাদীস এ দেশের তাওহীদী জনতাকে ঐক্যের আহবান জানায়। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক নানান চক্রান্তের শিকার হয়ে এ দেশের মুসলিম দলগুলো ক্রমান্বয়ে বিভক্তির দিকে এগোচ্ছে। Divide and rule নীতি প্রয়োগ করে আমাদের শত্রুরা আমাদের শক্তি নিঃশেষ করার চক্রান্তে অবিরত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের তকমা লাগিয়ে অনেক ইসলামী দলকে কোনঠাসা করা হচ্ছে। নির্ভেজাল তাওহীদের দাবীদার আহলে হাদীস সমাজও এই ধারার ব্যতিক্রম নয়। অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল-উপদল গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরাইশীর ঐক্য প্রচেষ্টার মতো শুব্বানও তাওহীদী যুবগোষ্ঠীর বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় চেষ্টা করে যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই এই কেন্দ্রীয় সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে "কুরআন ও সুন্নাহর পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন আমাদের চিরন্তর প্রয়াস।"

সম্মানিত সূধী, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস সাধারণত : আকীদা-বিশ্বাস ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর সঠিক জ্ঞানের চর্চা করে। একটি সুষ্থ ধারার শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ সমাজ গঠনই আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। আজকের যুব সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মাদকের ন্যায় অসুস্থ চিত্তবিনোদনে মূল্যবান সময়ের ধ্বংস করছে। আল্লাহর ইবাদতের মধ্য দিয়ে যে যৌবন গড়ে ওঠার স্বপ্ন আমরা দেখি, তা অসার ও অনর্থকভাবে ব্যয়িত হচ্ছে। অথচ আমরা একটি শক্তিশালি মুসলিম উম্মাহ গঠনের স্বপ্ন দেখছি।

প্রিয় শুব্বান ভাইয়েরা! সমাজের একটি অংশের মধ্যে ধর্মীয় গোড়ামী জেঁকে বসেছে। ছোট ছোট কিছু বিষয় কেন্দ্রিক একেকটি আলাদা দল-উপদল গড়ে উঠছে। এভাবে উম্মার শক্তি নিঃশেষ করার চক্রান্ত বাস্তবায়িত হতে চলেছে আর আমরা পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করছি। এই প্রেক্ষিতে আমরা আপনাদেরকে ইসলামের উদারতা ও মহানত্বের শিক্ষা মেনে চলার আহবান জানাচ্ছি।

কিছু দিন আগেও নাস্তিক-ব্লগাররা প্রকাশ্যে ইসলাম, মুসলিম, প্রিয় নবীর নানান কুৎসা রচনা করতো, আর সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতিতে প্রায় অপ্রকাশ্যে বর্তমানে একটি কুচক্রী মহল মুসলিম জনমনে সন্দেহ সৃষ্টির অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু কুরআন অনুসরণ করা উচিত হাদীস নয়; এই প্রচারণার সূতিকাগার তুরস্কে হলেও বর্তমানে আমাদের দেশেও একটি সক্রিয় মহল সক্রিয় রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলকে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকার আহবান জানাচ্ছি।

পরিশেষে ৮ম কেন্দ্রীয় সম্মেলনের সার্বিক সফলতা কামনা করে শুব্বানের আগামী দিনের নেতৃত্বকে স্বাগত জানাচ্ছি।

সাংগঠনিক রিপোর্ট

(২০১৭ -২০১৯ ইং)

মাজলিসে কারার সর্বমোট ১২টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

মাজলিসে আমের সর্বমোট ৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়াও মাজলিসে কারার এর জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ২৮টি। কেন্দ্রীয় শুব্বানের অংশগ্রহণে মোট ২৪টি আরেফ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় এবং ১২টি জেলা কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। মোট ১০টি শাখা গঠন করা হয় যেখানে শুব্বান বিষয়ক পরিচালকসহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় দায়ীত্বশীল উপস্থিত ছিলেন। পর্যালোচনা বৈঠক হয়েছে ১১টি, এ সময় ৬ জন ক্বারার সদস্য উপস্থিত ছিলেন। জমঈয়ত ও শুব্বানের পক্ষ থেকে ১৩টি ওয়াজ মাহফিলে অংশগ্রহন করা হয়। কর্মী সম্মেলন হয় ২১টি, এতে অংশ নেন যুগ্ম-সম্পাদক ও প্রশিক্ষণ সম্পাদকসহ অনেকেই। ১১টি খতমে বুখারী অনুষ্ঠানে যোগদান করা হয়। ১৩টি জেলা দায়িত্বশীল বৈঠক ও ১০টি মান উন্নয়ন বৈঠক হয়। ৩টি জেলা জমঈয়ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করা হয়। জমঈয়তের ৫টি সাংগঠনিক বৈঠক ও ১টি তাবলীগী কর্মশালায় যোগদান করা হয়।

১৩টি সালেক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। রোহিঙ্গা নির্যাতনের বিরুদ্ধে ১টি প্রতিবাদ সভা করা হয়, পাশাপাশি তিন দফায় শুব্বান টিম তাদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করে। বন্যার্তদের সাহায্যার্থে সিরাজগঞ্জে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। ১০টি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। রমাযানে সারাদেশে ২৮টি ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও শুব্বান ৪টি জমঈয়ত কাউন্সিলনে অংশ গ্রহণ করে। ১টি পূণর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, এতে শুব্বানের সাবেক নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই উপস্থিত ছিলেন। ৫টি দফায় বছরের বিভিন্ন সময় প্রচার ও প্রকাশনার কাজ করা হয়।

তালিমী বোর্ডের পরীক্ষার্থীদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করা হয় ৩টি। এতে উপস্থিত ছিলেন, সাধারণ সম্পাদক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং জুমু'আয় খুতবাহ্ ও টিম প্রেরণ করা হয় ১৬টি; এর দায়িত্বে ছিলেন প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক।

৩টি শাখায় রক্তের গ্রুপ নির্ণয়য় কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক শাখা "শেকড়" কে ঢেলে সাজানো হয়।

কেন্দ্রীয় অফিসে নিয়মিত মাসিক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

মাজলিসে ক্বারার দায়িত্বশীলগণের তালিকা ২০১৭-১৮ ইং

ক্র.নং	নাম	পদবি	বর্তমান ঠিকানা	স্থায়ী জেলা	মোবাইল নং	ই-মেইল ঠিকানা
১	শাইখ মুহা. আব্দুল্লাহিল কাফী	সভাপতি	ঢাকা	বগুড়া	০১৭১৯১১৬৫৬৫ ০১৯১৫০৭২৬৭৭	kafi.aqs@gmail.com kafi8004@gmail.com
২	আব্দুল্লাহ আল মোতি	সহ-সভাপতি-১	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	০১৭১২৫২৫৫৩০	almotiabdullah@gmail.com
৩	রাজিউল ইসলাম	সহ-সভাপতি-২	ঢাকা	গাইবান্ধা	০১৭১৭৬৩০৮৯৯	rezadu10@gmail.com
৪	মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক	সাধারণ সম্পাদক	ঢাকা	রংপুর	০১৭১৪৮৮১৩৬৯ ০১৯১৫৫৭৬৯১৯	al.fmdu13@gmail.com
৫	রবিউল ইসলাম	যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক	ঢাকা	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	০১৭২৩৩০৬৮৮০	rabiulrabiislam@gmail.com
৬	শরীফুল ইসলাম	কোষাধ্যক্ষ	ঢাকা	সিরাজগঞ্জ	০১৭৬২৬৭৪৭২৯	sharif.bm84@gmail.com
৭	রায়হান কবীর	সাংগঠনিক সম্পাদক	ঢাকা	টাঙ্গাইল	০১৯২০৬০৯৬৮৫	raihankabir2071@gmail.com
৮	হাফেয আব্দুল্লাহ বিন হারিস	প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক	ঢাকা	নরসিংদী	০১৬৭৬২৭৭০৪৫	abdullahbinharish@gmail.com
৯	ইন্তেশামুল হক মীম	সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও	০১৭১৯৪১৯৩৭৩	director.ahis@gmail.com
১০	আব্দুল্লাহিল হাদী	ছাত্র/সমাজ কল্যাণ সম্পাদক	ঢাকা	ঠাকুরগাঁও	০১৭২২৫৬৮২৮০	ahadi8891@gmail.com
১১	তানযীল আহমাদ	প্রশিক্ষণ সম্পাদক	ঢাকা	নীলফামারী	০১৭৪৮৭৬৭৯২৫	tanzilahmad.bd96@gmail.com
১২	হুমায়ুন কবীর	তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক	যশোর	যশোর	০১৭১০৭৮৭৮৬৮	humayunezazz@gmail.com
১৩	শাইখ আনিসুর রহমান	বিদেশ বিষয়ক সম্পাদক	ঢাকা	বগুড়া	০১৭৬৫৮২২৯৮১	anasbd25@gmail.com
১৪	শাফিউল ইসলাম	দফতর সম্পাদক	ঢাকা	রংপুর	০১৭৮৫২৮৮৫৯৩	shafiulislam1996@gmail.com
১৫	মোঃ তাকীউদ্দিন	পাঠাগার সম্পাদক	ঢাকা	গাইবান্ধা	০১৭৪১৬৯২০৮৫	takiuddin.bd@gmail.com

শুব্বান সভাপতি কর্তৃক মনোনীত সদস্য ০৩ জন

ক্র.নং	নাম	পদবি	বর্তমান ঠিকানা	নিজ জেলা	মোবাইল নং	ই-মেইল ঠিকানা
১	ফারুক আহমাদ	মজলিসে ক্বারার সদস্য	জয়পুরহাট	গাজীপুর	০১৭৪৮০৩০৫৮১	infofaruquebd@gmail.com
২	ইমতিয়াযুল আলম মাহফুয	মজলিসে ক্বারার সদস্য	বগুড়া	রাজশাহী	০১৭১৭৫১৪৯৪৭	imtiazmahfuz@yahoo.com
৩	আহমাদুল্লাহ	মজলিসে ক্বারার সদস্য	রাজশাহী	রাজশাহী	০১৭২৩২৮৬৩৬২	ahmadullah6263@gmail.com

মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি কর্তৃক মনোনীত সদস্য ০৫ জন

ক্র.নং	নাম	পদবি	বর্তমান ঠিকানা	নিজ জেলা	মোবাইল নং	ই-মেইল ঠিকানা
১	মাহদী হাসান	মজলিসে ক্বারার সদস্য	ঢাকা	ঝিনাইদহ	০১৭১৪৫০২০৬৩	mahadi010384@gmail.com
২	মো. ইসরাফিল হোসেন	মজলিসে ক্বারার সদস্য	ঢাকা	রাজশাহী	০১৭১৬৬০৩৩৪৬	israfil1985@gmail.com
৩	আমিনুল ইসলাম	মজলিসে ক্বারার সদস্য	ঢাকা	বগুড়া	০১৭২৬৮২৮০৬৫	atiqamin888@gmail.com
৪	ইসমাইল হোসেন	মজলিসে ক্বারার সদস্য	নারায়ণগঞ্জ	রাজশাহী	০১৭১৫৪০৮৮৫৪	ismail244342@gmail.com
৫	হাফেয আনিসুর রহমান	মজলিসে ক্বারার সদস্য	পাবনা	বগুড়া	০১৭৪৫৯১৩৫১৯	anisurrahmanmadani5411@gmail.com

মজলিসে আম এর তালিকা ২০১৭-২০১৮ইং

ক্রমিক নং	কর্মীর নাম	বর্তমান অবস্থান	স্থায়ী জেলা	মোবাইল	ই- মেইল ঠিকানা
০১	মুহা:আব্দুল্লাহিল কাফী	ঢাকা	বগুড়া	০১৭১৯১১৬৫৬৪	kafi.aqs@gmail.com
০২	মুহা: আবদুল্লাহ আল মোতি	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	০১৭১২৫২৫৫৩০	almotiabdullah@gmail.com
০৩	মুহা: রেজাউল ইসলাম	ঢাকা	গাইবান্ধা	০১৭১৭৬৩০৮৯৯	rezadu10@gmail.com
০৪	মুহা: আব্দুল্লাহ আল ফারুক	ঢাকা	রংপুর	০১৭১৪৮৮১৩৬৯	al.fmdu13@gmail.com
০৫	রবিউল ইসলাম	ঢাকা	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	০১৭২৩৩০৬৮৮০	rabiulrabiislam@gmail.com
০৬	শরিফুল ইসলাম	ঢাকা	সিরাজগঞ্জ	০১৭৬২৬৭৪৭২৯	sharif.bm84@gmail.com
০৭	মুহা: মিজানুর রহমান	ঢাকা	লালমনিরহাট	০১৭২২৬৪৪৪৫০	mizan017226@gmail.com
০৮	হা: হাবিবুর রহমান	ঢাকা	নওগাঁ	০১৭৪৯২৮১৭২৭	mds.habib727@gmail.com
০৯	ইত্তেশামুল হক মীম	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও	০১৭১৯৪১৯৩৭৩	director.ahis@gmail.com
১০	আব্দুল্লাহিল হাদী	ঢাকা	ঠাকুরগাঁও	০১৭২২৫৬৮২৮০	ahadi8891@gmail.com
১১	তানযীল আহমাদ	ঢাকা	নীলফামারী	০১৭৪৮৭৬৭৯২৫	tanzilahmad.bd96@gmail.com
১২	হুমায়ুন কবীর	যশোর	যশোর	০১৭১০৭৮৭৮৬৮	humayunezazz@gmail.com
১৩	মুহা: আনিসুর রহমান	ঢাকা	বগুড়া	০১৭৬৫৮২২৯৮১	anusbd@gmail.com
১৪	শাফিউল ইসলাম	ঢাকা	রংপুর	০১৭৮৫২৮৮৫৯৩	shafiulislam1996@gmail.com
১৫	রায়হান কাবির	টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল	০১৯২০৬০৯৬৮৫	raihankabir2071@gmail.com
১৬	ফারুক আহমদ	ঢাকা	গাজীপুর	০১৭৪৮০৩০৫৮	infofaruquebd@gmail.com
১৭	ড. ইমতিয়াজুল আলম মাহফুজ	ঢাকা	রাজশাহী	০১৭১৭৫১৪৯৪৭	imtiazmahfuz@yahoo.com
১৮	আহমাদুল্লাহ	রাজশাহী	রাজশাহী	০১৭২৩২৮৬৩৬২	ahmadullah6263@gmail.com
১৯	মাহদী হাসান	ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ	০১৭১৪৫০২০৬৩	mahadi010384@gmail.com
২০	মুহা: ইসরাফিল হোসেন	বগুড়া	রাজশাহী	০১৭১৬৬০৩৩৪৬	israfil1985@gmail.com
২১	আবদুল্লাহ হারিস	ঢাকা	নরসিংদী	০১৯১১৮১৯৮৯৫	abdullahbinharish123@gmail.com
২২	মুহা: ইসমাইল হোসেন	গাজীপুর	রাজশাহী	০১৭১৫৪০৮৮৫৪	ismail244342@gmail.com
২৩	মুহা: আনিসুর রহমান	পাবনা	বগুড়া	০১৭৪৫৯১৩৫১৯	anisurrahmanmadani5411@gmail.com
২৪	ইমাম হাসান	মদীনা বিশ্ব:	নরসিংদী	০১৯২০০৭৪৮০৪	imam.hasanarabi@gmail.com
২৫	মুহা: মশিউর রহমান	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট	০১৭২৪২১০৭২৫	
২৬	মুহা: মশিয়ার রহমান	বাগেরহাট	বাগেরহাট	০১৭২০৯৯৪৩২৬	
২৭	এমদাদুল হক	ঢাকা	চুয়াডাঙ্গা	০১৭১৭৫১২৪৫৫	emdadhoque1948@gmail.com
২৮	আহমাদুল্লাহ	নীলফামারী	নীলফামারী	০১৭৩৫৮৩০৪২৫	mdahmadullah8@gmail.com
২৯	মুহা আযহারুল ইসলাম	রাজশাহী	রাজশাহী	০১৭৫৭৮১৬২১৬	
৩০	মুহা: আবুল বাসার	ঢাকা	মেহেরপুর	০১৭১০৮৮৫৪৪২	
৩১	মুহা: আব্দুস সাত্তার	ঢাকা	টাঙ্গাইল	০১৭১২২৯১১৬৪	
৩২	হাফেজ সোহেল আহমদ	সৌদি আরব	রংপুর		sohel rangpur@gmail.com
৩৩	মুহা: আব্দুল জব্বার	সিলেট	সিলেট	০১৭১৫২৭৯০৭৯	
৩৪	তাওহীদুল ইসলাম	যশোর	যশোর	০১৭১০৫৪০৯৮৮	tauhidulislam16m@gmail.com
৩৫	রায়হান উদ্দীন	মদীনা	চুয়াডাঙ্গা		
৩৬	মুসাদ্দেক আলী মাদানী	রংপুর	রংপুর	০১৭১৮৮১৬৮৭৭	
৩৭	আব্দুল মতীন	ঢাকা	দিনাজপুর	০১৯১৪৫১৫৫০০	arabic07.ru@gmail.com
৩৮	জাহিদ হাসান	সৌদি আরব	পাবনা		
৩৯	হাবিবুল্লাহ	টাঙ্গাইল	নীলফামারী	০১৭৩৫৯৫৯০৫৮	habibbinekram@gmail.com
৪০	জসীম উদ্দীন	মদীনা	নওগাঁ		joshimuddin@gmail.com
৪১	মুহা: শাইখুল ইসলাম	যশোর	যশোর	০১৭৩১৫৪৬১৪৮	
৪২	ইসহাক বিন ইরশাদ	ঢাকা	বগুড়া	০১৭২৭৫৬৯২১৪	ishaquebogra@gmail.com
৪৩	মুহা: আমিনুল ইসলাম	ঢাকা	বগুড়া	০১৭২৬৮২৮০৬৫	atiqamin888@gmail.com
৪৪	মুহা: তাকীউদ্দিন	ঢাকা	গাইবান্ধা	০১৭৪১৬৯২০৮৫	takiuddin.bd@gmail.com
৪৫	মুহা:মামুন উর রশীদ	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও	০১৭১৩৭৯১৪৯৩	shidhajj@gmail.com
৪৬	আসাদুল্লাহ আল গালীব	সাতক্ষিরা	সাতক্ষিরা	০১৯১১৮১৮৪৩	asadullahalgalib433@gmail.com
৪৭	মুহা: মাসউদুর রহমান	নরসীংদি	জামালপুর	০১৯২৪৮৮২৭২৫	
৪৮	মুহা: রফিকুল ইসলাম	নরসীংদি	বগুরা	০১৭১৮৮৮৬৩৮৮	

শুব্বানদের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রাসঙ্গিক কথা

-এ. কে. এম শামসুল আলম

জীবনের দুইপ্রান্তে দু'টি দুর্বল অবস্থা; শৈশব ও বার্ধক্যের মাঝে একটি শক্তিশালী সময়ের নাম যৌবনকাল। যৌবনের অধিকারী তরুণ তরুণীরাই শাবাব বা শুব্বান। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদের সম্বন্ধে বলেছেন: "ইগতানিম শাবাবাকা কবলা হারামিকা" অর্থাৎ বার্ধক্য আসার পূর্বেই যৌবনকালকে গনিমত মনে কর। প্রকৃতপক্ষে এই যৌবনকালই হল কর্মসাধনের উপযুক্ত সময়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসীয়তের পরিপূর্ণ হাদীসটি নিম্নরূপ-

'পাঁচটিকে অপর পাঁচটি আসার পূর্বেই গণিমত মনে করো। যৌবনকাল বার্দ্ধক্য আসার আগে, রোগব্যাধির পূর্বেই সুস্থতাকে, অর্থাভাবের পূর্বে স্বচ্ছলতাকে, ব্যস্ততার পূর্বে অবসর সময়কে এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে কাজে লাগাও'।

আল্লাহর আনুগত্যে শক্তি প্রয়োগের উপযুক্ত সময় হলো যৌবনকাল। এ সময়টাকে দ্রুত প্রস্থানকারী মেহমানের সাথে তুলনা করা হয়। বুদ্ধিমানেরা এই সোনালী সময়ের সদ্ব্যবহার না করলে শুধু আফসোস করতে হবে। তখন বলে আক্ষেপ করে কোনো লাভ হবে না যে, হায়! যদি একদিনের জন্য হলেও যৌবনটা ফিরে পেতাম!

রাসুলুল্লাহ সাঃ অন্য একটি হাদীসে ইরশাদ করেন: কেয়ামত দিবসে চারটি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কারো পা ফেলার উপায় থাকবেনা। এই চারটি প্রশ্নের মধ্যে থাকবে জীবনটা কিভাবে ব্যয় করেছ? এবং যৌবনকাল নিয়ে প্রশ্ন হবে, যৌবনকাল কিভাবে কাটিয়েছ? কেয়ামতের ময়দানে সাত শ্রেণীর লোকেরা আল্লাহর আরশের ছায়ায় ভিআইপি মর্যাদায় সম্মানিত হবেন, যেদিন সেই ছায়া ব্যতীত কোনো প্রকার ছায়া থাকবেনা। যে সকল যুবক যুবতী আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে দিনযাপন করেছেন তারা ঐ সাত শ্রেণীর অন্যতম একটি শ্রেণী।

ইবনু আব্বাস রাঃ বলেছেনঃ যৌবনকালই সকলের শিক্ষালাভের সময়। যৌবনের অধিকারী শাবাবগণের জন্যই সমূহকল্যাণ রয়েছে। অতঃপর তিনি পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত তেলাওয়াত করেন, যার মর্মার্থ নিম্নরূপ:

"তারা বলল, এক যুবককে ওদের সমালোচনা করতে শুনেছি। তাকে বলা হয়'ইবরাহীম'।" (আম্বিয়া: ৬০)

আরও একটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন, যার অর্থ : "তারা ছিল কয়েকজন যুবক, যারা তাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম"। (কাহফ : ১৩)

"আমি তাকে শৈশবেই জ্ঞান দান করেছিলাম।" (মারইয়াম :১২)

হাফসা বিনতু সিরীন বলেন: ওহে যুবসমাজ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্যের পথে বেশি বেশি কাজ করো। রাসুলুল্লাহ সাঃ এর উপর ঈমান আনয়নকারী লোকদের মধ্যে যুবকরাই বড় বড় দায়িত্ব পালন করেছেন। যারা রাসুলের উপর ঈমান এনেছেন, রাসুলের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তৎপরতা দেখিয়েছেন, সাহায্য করেছেন, তাকে যথাযথভাবে অনুসরণ করেছেন, অনুসরণ করেছেন ঐ জ্যোতির যা নবী সাঃ এর উপর নাযিল হয়েছে। এরা কি নওজোয়ান মর্দে মুজাহিদ ছিল না?

২০ থেকে ৩০ বয়সের নবীন সাহাবীরাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পাওয়ায় রাসুলের চাচা আব্বাস রা: অনুযোগ করে দায়িত্ব লাভে আগ্রহ প্রকাশ করেন। রাসুলুল্লাহ রাগত কণ্ঠে বলেছিলেন: আল্লাহর কসম! যারা কোনো পদ লাভে আগ্রহী আমি তাদেরকে কোনোপ্রকার দায়িত্ব প্রদান করবনা। (তিরমিযি)

ঐতিহাসিক মাসউদী একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, আব্বাসী খলীফা মাহদী একবার বসরায় রাষ্ট্রীয় সফরে গেলেন,

মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়াসকে দেখে আশ্চর্যান্বিত হলেন। কারণ তার পেছনে চারশ আলেমের একটি দল ছিলেন। আর সেই বালক তাদের নেতৃত্বে! মাহদী জিজ্ঞেস করলেন, এই ছেলেটির পরিবর্তে তোমাদের মধ্যে কোনো বয়স্ক আলেম নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্য নেই? অতঃপর তিনি তরুণ বয়সের সেই ছেলেটির প্রতি লক্ষ করে বললেন, ওহে যুবক, তোমার বয়স কত?

সে উত্তর দিল, আমার বয়স? (আল্লাহ আমীরের আয়ুষ্কাল বাড়িয়ে দিন) উসামা বিন যায়দকে যে বয়সে রাসুলুল্লাহ সেনাপতি করেছিলেন, যাদের মধ্যে আবু বকর ও ওমরের মত প্রবীন সাহাবীগণও ছিলেন, আমি সেই বয়স পেয়েছি। মাহদী ঐ বালকের সাহসী উচ্চারণ শুনে বলেছিলেন, এগিয়ে যাও। আল্লাহ তোমার হিম্মত বাড়িয়ে দিন।

যুবকরা উম্মাহর স্পন্দন ও চালিকা শক্তি। এরাই নয়া অভিযানের পতাকাবাহী সৈনিক। মুসলিম মিল্লাতে যদি আল্লাহপ্রেমী যুবকরা না থাকত, তাহলে উম্মাতের সোনালী ইতিহাস এত গৌরবোজ্জল হতো না। পরকালীন জীবনের সুখ শান্তিকামী, ত্যাগী মনোভাবসম্পন্ন তরুণরাই জাতির ভবিষ্যত। বিপদে আপদে যারা হিম্মত হারায় না, সবসময় যারা বাধাহীনভাবে সত্যের সন্ধানে অগ্রপথিক, তাঁরাই দেশ, জাতি ও উম্মাহর আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক আদর্শবান শুব্বান।

তরুণদের পণ হবে- আমরা অতীতের গৌরবগাঁথায় অংশ নেয়ার সুযোগ পাইনি, ভবিষ্যতের অগ্রযাত্রায়ও আমাদের পদচিহ্ন থাকবেনা। অতএব আমাদের জীবনের এই মূল্যবান সময়গুলোতে উদাসীন থাকবনা। যে যে কাজের উপযোগী নিজ নিজ ময়দানে শীর্ষস্থান দখল করা প্রতিটি যুবকের লক্ষ্য হওয়া উচিত। শুব্বান ভাইয়েরা মনে রাখবে- শেষ রাতের ঘুমের চেয়ে সালাত উত্তম; অসুস্থতার চেয়ে কর্মতৎপরতা উত্তম; লাঞ্ছনার জীবনের চেয়ে সম্মানজনক মৃত্যুও উত্তম। এমন মহৎ মানুষ হবার আশা করো, যার পা দু'টি মাটিতে থাকলেও তার উচ্চাশা ও হিম্মত গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ঘুরে ফিরবে। তোমার এক হাতে বিশ্বপ্রভুর বাণী- পবিত্র কুরআন; আরেক হাতে রাসুলের সুন্নাহ। যাদের চূড়ান্ত চাওয়া পাওয়া আল্লাহর সন্তুষ্টি; তাদের হারাবার কী আছে? তোমরা এগিয়ে যাও। আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই আসবে।

"যারা মুমিন হয়ে আখিরাত কামনা করে এবং এর জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাদের প্রচেষ্টা পুরস্কারযোগ্য"। (ইসরা : ১৯)

শুব্বানের অগ্রযাত্রার পথ সুগম ও কন্টকমুক্ত হোক। আল্লাহুম্মা আমীন।

জমঈয়ত শুব্বান, দক্ষতার সাথে হও আগুয়ান

-মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম

দেখতে দেখতে সময় একেবারে কম হয়নি। ১৯৮৯ থেকে হিসেব করলে ৩০ বছর। আর ১৯৯৯ থেকে ধরলেও ২০ বছর। বয়স হিসেবে শুব্বান তার যৌবনে পৌঁছে গেছে। যদিও কার্যক্রমে সেই রকম বাঁধ-ভাঙ্গা জোয়ার চোখে পড়ছে না। অবশ্য এর পেছনে বিভিন্ন কারণও আছে। পাশাপাশি অর্জন বলতে কিছু যে নেই, তা-ও বলা যাবে না। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও বাস্তব ময়দানের কিছু অভিজ্ঞতা যে অর্জিত হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আর এ প্রেক্ষিতেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে শুব্বানের ৮ম কেন্দ্রীয় সম্মেলন। মহান আল্লাহ এ সম্মেলন সফল এবং মঞ্জুর করুন। আমীন।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বা একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ ব্যানারে আমরা যে কার্যক্রম শুরু করেছিলাম, তার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল মোটামুটি এ রকম ঃ

শেকড়ের সন্ধানে অভিযানঃ ওই সময় আমাদের পর্যবেক্ষণে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ধরা পড়েছিল। আমরা অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করছিলাম যে, আমাদের পরিচিত ছাত্র-যুবকদের অনেকেই এমন কিছু সংগঠনের সাথে জড়িত, যেগুলোর সাথে তাদের পারিবারিক শিক্ষা এবং ঐতিহ্যের কোন সম্পর্ক নেই। ছোট বেলায় শিরক-বিদ'আতমুক্ত পরিবেশে বেড়ে উঠলেও এখন তা ভুলতে বসেছে। এদের পূর্বপুরুষেরা কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক সহীহ আকীদাহ এবং আমলের দাওয়াতের সাথেই সব সময় ছিলেন। কিন্তু এ নতুন প্রজন্ম সে পথ থেকে বহু দূরে। পূর্ব-পুরুষদের অবদান সম্বন্ধে তারা ওয়াকিবহাল নয়। এ সম্পর্কে পড়াশুনাও নেই, জানার আগ্রহও নেই। সালাফী দাওয়াত এবং তাবলীগী কর্মকাণ্ডকে তারা শুধু কিছু মাসআলা-মাসায়েল বা ফাতওয়া প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ মনে করে। এ জন্য তারা ভিন্ন আদর্শের সংগঠনেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

ওই সময় দেখতাম, যারা সক্রিয়ভাবে কোন সংগঠন করতো না, তাদের সংখ্যাটা ছিল বেশি। এদের মধ্যে যারা আহলে হাদীস অধ্যুষিত এলাকার বাইরে বসবাস করতো, তাদের মধ্যে ব্যবহারিক সাধারণ মাসআলা চর্চার প্রবণতাও ছিল বেশ কম। তারা যখন গ্রামের বাড়ীতে ঈদ বা অন্য কোন উপলক্ষে আসতো, তখন দেখা যেত দাদা বা বাবা একভাবে সালাত আদায় করছেন; আর ছেলে বা নাতিরা করছেন অন্যভাবে। আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও এ রকম পার্থক্য চোখে পড়তো।

উল্লিখিত প্রেক্ষিতে আমাদের প্রয়াস ছিল ছাত্র-যুবকদেরকে মুসলিম জাতিসত্তার মূল শেকড় কুরআন-সুন্নাহমুখী অভিযানে সম্পৃক্ত করা। কুরআন-হাদীসের তরজমা এবং ব্যাখ্যা সম্বলিত বই বিতরণ, বিষয়ভিত্তিক সেমিনার আয়োজন, তাবলীগী সফর, জুমআর খুতবা প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা এ কাজটি করার চেষ্টা করেছি। আমরা যে পরিসরে করেছি, এ সময়ের শুব্বানকে তার চেয়ে ব্যাপকতর পর্যায়ে তা করতে হবে। কারণ, আমার মনে হয়, ইন্টারনেটভিত্তিক কর্মকাণ্ডে এ সময়ের ছাত্র-যুবকেরা বড্ড বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বাস্তব সমাজের চেয়ে তারা ভার্চুয়াল জগতে বেশী সময় ব্যয় করছে। এক সাইট থেকে অন্য সাইটে ভেসে বেড়াচ্ছে নিয়ন্ত্রনহীনভাবেই। এদেরকে কুরআন-সুন্নাহর দারস এবং অনুশীলনে, বিশেষ করে তাবলীগী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার জন্য পর্যাপ্ত এবং ফলপ্রসূ কর্মসূচী গ্রহণ করা দরকার।

উদার দৃষ্টিভঙ্গি লালনঃ আমাদের সময় বৃহত্তর যুবসমাজের বাইরে দু'ধরনের সালাফী ছাত্র-যুব সংগঠনও ছিল। এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোট গ্রুপটি মুসলিম দেশেই জিহাদের নামে বিচ্ছিন্নতাবাদী স্বপ্নে ছিল বিভোর। আর অপেক্ষাকৃত বড় গ্রুপটি ইখতিলাফি মাসআলা নিয়ে বেশী তৎপর ছিল। এরা সব সময়ই আমাদের পূর্ব-পুরুষদের গড়া ঐতিহ্যবাহী সালাফী সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের উদার দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী ছিল।

বলা বাহুল্য, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস সব যুগেই সহীহ আকীদা এবং 'আমলের প্রচার করেছে। তবে মতবিরোধপূর্ণ মাসআলায় ভিন্ন মতাবলম্বীদেরকে কখনো কঠোর ভাষায় জর্জরিত করেনি। শুব্বানও এ বিষয়টি

গুরুত্বের সাথে 'আমল করে আসছে।

শুব্বান মনে করে মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থেই সকল ইসলামী সংগঠন এবং সংস্থার সাথে ভ্রাতৃসুলভ সম্পর্ক রাখা জরুরী। সবাইকে নিয়েই বৃহত্তর মুসলিম আল-জামাআত। বর্তমানে এ দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ লক্ষ্যে সময় এবং সুযোগ বুঝে বিভিন্ন ইসলামী সংস্থার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে মতবিনিময় সভা আয়োজন করা উচিত। কারোর সমালোচনা করতে হলেও তা শালীন এবং দরদী ভাষায় হতে হবে।

শুধু মুসলিম সংস্থা নয়, দাওয়াতী মনোভাব নিয়ে অমুসলিম ব্যক্তি এবং সংস্থাসমূহের সাথেও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ আয়োজন করা দরকার।

দল আর দলাদলী এক নয়ঃ আমাদের সময় কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা এ নীতির চর্চা করেছিলাম। আমাদের দলীয় প্রচারের চে' দাওয়াতী সেমিনারের বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলাম। ওই সময় আমার সব মহলের ছাত্র-শিক্ষকদেরকেই সেমিনারের দাওয়াত দিতাম। প্রচুর জনসমাগম হত। শুব্বান আজও এ নীতির উপর রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আজ কেউ কেউ আমাদের নিন্দা করে আনন্দ পেতে পারেন। কিন্তু আমরা মনে করি, নিজেদের আকীদা এবং 'আমল অক্ষুণ্ন রেখে দল-মত নির্বিশেষে সকল মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে চলতে পারাটা ইসলামী দাওয়াতের এক বড় সাফল্য। কারণ আমরা তো ইসলামী ইস্যুতেই সমবেত হই, পার্থিব কোন স্বার্থে তো নয়।

আজকের শুব্বানকে মনে রাখতে হবে, ফাতওয়া দিলেই সব দল এক দলে পরিণত হয় না। তবে দলগুলোর মধ্যে নিয়মিত সংলাপ বা মতবিনিময় সভা আয়োজন করতে পারলে, দলাদলির হিংসাপ্রসূত বিরোধিতা হ্রাস পেয়ে সেখানে অন্তত জোটবদ্ধ থাকার মানসিকতা তৈরি হতে পারে। দেশ-বিদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং আঞ্চলিক জোটগুলোর অস্তিত্ব এ কথাই বলে যে, উদ্যোগ নিলে বিভিন্ন নামে দলীয় অস্তিত্ব থাকলেও এক সময় বৃহত্তর ঐক্যের প্লাটফরম তৈরি হয়। আমি আশা করবো, শুব্বান এ মহান দায়িত্বটি পালন করবে।

আজকাল কিছু মানুষ সংগঠন করার বিরোধিতা করছেন। তারা মূলত নিজেরাই নিজেদের ভক্তদের নিয়ে বেনামী সংগঠন দাঁড় করাচ্ছেন। এরা স্বেচ্ছায় অথবা না বুঝে সংগঠনের বিরোধিতা করছেন। এদের অপপ্রয়াসের জবাব ইতিবাচক কর্মসূচী এবং বিচক্ষণতার মাধ্যমে দিতে হবে।

চরমপন্থা নয়, মধ্যমপন্থাঃ আল-কুরআনে আল্লাহ রব্বুল আলামীন উম্মাতে মুহাম্মাদিকে মধ্যমপন্থী জাতি বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু আমাদের দেশে বিভিন্ন তরিকার নামে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে বেশ কিছু চরমপন্থি আকীদা বিরাজ করছে। এ নিয়ে জনগণের মাঝে বিভক্তিরও অন্ত নেই। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী বিধিবিধান কায়েম করার পদ্ধতি নিয়েও রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। ইতোমধ্যে বেশ কিছু জঙ্গি তৎপরতারও কালো অধ্যায় রচিত হয়েছে। অথচ ইসলাম হচ্ছে সবচে' স্বাভাবিক জীবনপদ্ধতি বা স্বভাব ধর্ম। তবু কেন এ রকম হলো? এর জবাব হচ্ছে ইসলাম সম্পর্কে সহীহ ধারণা তৈরির শিক্ষার অভাব। কিছু কিছু বক্তার চরমপন্থী বক্তব্যও এর জন্য দায়ী। তবে আলহামদুলিল্লাহ যে, আমাদের অভিভাবক সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের তত্ত্বাবধানে শুব্বান শুরু থেকেই দ্বীন ইসলামের মধ্যমপন্থী রূপটি সমাজে উপস্থাপনের কাজটি করে আসছে। এ ব্যাপারে জনমত গঠনের প্রয়াস চালিয়ে আসছে । ভবিষ্যতে এ ক্ষেত্রে আরও কার্যকর এবং সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে ইন শা আল্লাহ। আল্লাহ রব্বুল আলামীন এ কাজে তাদের আরও তাওফীক দান করুন। আমীন।

শুব্বানের ৮ম কেন্দ্রীয় সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবনা

- এদেশে গড়ে ওঠা যাবতীয় জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসী ও উগ্র মতবাদের কঠোর নিন্দা ও ধিক্কার জানাচ্ছে। সেই সাথে সরকারকে তা নির্মূলে সর্বাত্মক ভূমিকা পালনের আহ্বান জানাচ্ছে।
- আদর্শ সমাজ ও উন্নত বাংলাদেশ গড়তে সকল স্তরে কুরআন ও ইসলামী শিক্ষা চালুর জোর দাবী জানাচ্ছে।
- সমগ্র বিশ্বে মুসলিমদের অধিকার রক্ষায় ও মুসলিম দেশসমূহের উন্নয়নে ওআইসি-কে আরো বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের আহ্বান জানাচ্ছে।
- এই সম্মেলনে বিশ্বের সকল প্রান্তে মুসলিম নির্যাতন, হত্যা, জোরপূর্বক বিতাড়ন সহ ইসলাম বিদ্বেষী মহলের ইসলাম বিরোধী সকল কর্মকাণ্ডে তীব্র প্রতিবাদ ঘোষণা করছে।
- সারাবিশ্বে মুসলিমদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের পক্ষে জাতিসংঘের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছে।
- পশ্চিমাসহ বিশ্বের সকল মিডিয়ায় ইসলাম বিরোধী প্রচারণার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে।
- ইসলামের নামে বাংলাদেশে অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড বন্ধের জন্য সরকারের প্রতি আরও কঠোর ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছে।
- কাদিয়ানীসহ সকল ঈমান বিধ্বংসী অপতৎপরতা বন্ধে সরকারকে পদক্ষেপ গ্রহণের দাবী জানাচ্ছে।
- এই সম্মেলন গত ১৫ই মার্চে নিউজিল্যান্ডের মসজিদে সন্ত্রাসী হামলায় নিহত মুসলিমদের পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে ও নিহত সকল মুসলমানের মাগফেরাত কামনা করছে।

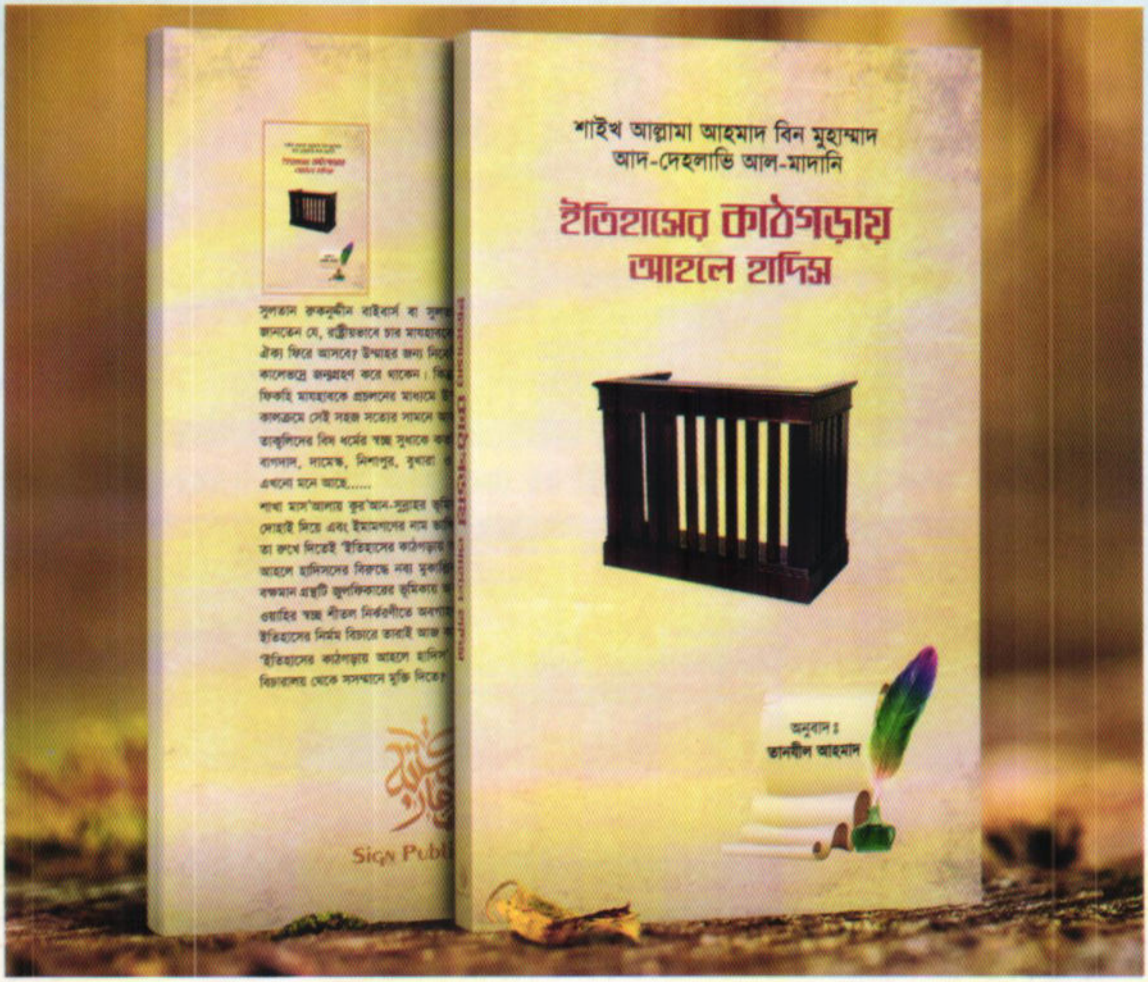

#ইতিহাসের কাঠগড়ায় আহলে হাদীস সুলতান রুকনুদ্দীন বাইবার্স বা সুলতান আস সালিহ নাজমুদ্দীন কী জানতেন যে, রাষ্ট্রীয়ভাবে চার মাযহাবকে স্বীকৃতি দিলেই মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ফিরে আসবে? উম্মাহর জন্য নিবেদিত প্রাণ এমন জিন্দাদিল সুলতান কালেভদ্রে জন্মগ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু কুর'আন-সুন্নাহর গুরুত্ব কমিয়ে ফিকহি মাযহাবকে প্রচলনের মাধ্যমে উম্মাহর ঐক্য যে আদৌ সম্ভব নয়, কালক্রমে সেই সহজ সত্যের সামনে আজ মুসলিম উম্মাহ........ তাক্বলিদের বিষ ধর্ম স্বচ্ছ সুধাকে কতটা বিষময় করে তুলতে পারে, তা বাগদাদ, দামেস্ক, নিশাপুর, বুখারা ও সমরকন্দের প্রতি ইঞ্চি মাটির এখনো মনে আছে........ শাখা মাস'আলায় কুর'আন-সুন্নাহর ভূমিকাকে গৌণ মনে করে মাযহাবের দোহাই দিয়ে এবং ইমামগণের নাম ভাঙ্গিয়ে মাযহাবিকরণের যে অপচেষ্টা, তা রুখে দিতেই 'ইতিহাসের কাঠগড়ায় আহলে হাদিস' রচিত হয়েছে........ আহলে হাদিসদের বিরুদ্ধে নব্য মুকাল্লিদদের পর্বতসম অসত্যের বিরুদ্ধে বক্ষমান গ্রন্থটি জুলফিকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ........ ওয়াহির স্বচ্ছ শীতল নির্ঝরণীতে অবগাহনের সুবর্ণ সুযোগ যাদের হয়েছে, ইতিহাসের নির্মম বিচারে তারাই আজ কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে........ 'ইতিহাসের কাঠগড়ায় আহলে হাদিস' কী পারবে তাদেরকে যালিমের বিচারালয় থেকে সসম্মানে মুক্তি দিতে?

Sign Publication

মূল ঃ শাইখ আল্লামা আহমাদ বিন মুহাম্মদ আদ-দেহলাভি আল-মাদানি
অনুবাদ ঃ তানযীল আহমাদ
যোগাযোগ ঃ সাইন পাবলিকেশন
মোবাইল নাম্বার ঃ ০১৩০৪-৪৩৫৮৪৩ অথবা ০১৭৫২-১৩২০৭৩

শুব্বান রিসার্চ সেন্টার

আল কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর গন্ডিতে আবদ্ধ নির্ভরযোগ্য প্রকাশনায় সচেষ্ট।

আমাদের সেবা সমূহঃ

১. জুমআ'র খুৎবা, মাহফিল, স্কলারদের মাসিক আলোচনা সভার অডিও ভিডিও লেকচার ফ্রী লোড দেয়া হয়।
২. কওমি মাদরাসার সিলেবাস ভিত্তিক বই সমূহ।
৩. শিশুদের জন্য ইসলামিক বই সমূহ।
বিঃদ্রঃ ২৪ ঘন্টার মধ্যে যেকোন স্থানে বই পার্সেল করা হয়

এখানে সুলভ মূল্যে খুচরা ও পাইকারী বই এবং শিক্ষা সামগ্রী পাওয়া যায়।

যোগাযোগঃ **শুব্বান রিসার্চ সেন্টার**
আঞ্চলিক কার্যালয়ঃ বাসা-৬২৮ (২য় তলা) ব্লক-ধ, রোড-৩ মিরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬
মোবাইলঃ ০১৭৯৮২৩২৩১২,ওয়েবঃ shubbanbd.org

পরিচালনায়ঃ জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ, মীরপুর শাখা

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক পত্রিকা
আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

'সাপ্তাহিক আরাফাত'

(ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী)
নিজে পড়ুন এবং অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন।

যোগাগাযোগ : ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।
ফোন : ০২-৯৫১২৪৩৪, মোবাইল : ০১৯৯৮ ৮০০ ১৩০।
ই- মেইল : weeklyarafat@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.jamiyat.org.bd

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা-শারীকা লাক

২০২০ সনের হজ্বের প্রি-রেজিস্ট্রেশন ও
২০২১ সনের হজ্বের বুকিং চলছে

সরকারী সিদ্ধান্ত মোতাবেক যে কোন সময় হজ্বের প্রি-রেজিস্ট্রেশন করার সুবিধা থাকায় ইতোমধ্যে **২০১৯** সালের কোটা সম্পূর্ণ হয়ে **২০২০** সালের প্রি-রেজিস্ট্রেশন চলছে **এবং ২০২০ সালের কোটাও অতি দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে।**

তাই দেরী না করে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালন নিশ্চিত করতে আজই চলে আসুন আমাদের অফিসে।

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব ও ওমরাহ পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

কেন আমাদের সাথে হজ্ব করবেন

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।
- অভিজ্ঞ আলেম দ্বারা বদলী হজ্বের সু-ব্যবস্থা করে থাকি।

২০১৮-২০১৯ সনের ওমরাহ বুকিং চলছে

কেন আমাদের সাথে ওমরাহ করবেন

- ওমরাহকারীর চাহিদামত হারাম শরিফের সন্নিকটে ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার ব্যবস্থা।
- খাবারসহ কিংবা খাবারছাড়া প্যাকেজের ব্যবস্থা।
- গ্রুপ প্যাকেজ কিংবা সিঙ্গেল প্যাকেজের ব্যবস্থা।
- সিঙ্গেল প্যাকেজের ক্ষেত্রে ওমরাহকারীর চাহিদামত যে কোন সংখ্যক দিনের প্যাকেজের ব্যবস্থা।
- গ্রুপ প্যাকেজে অভিজ্ঞ আলেমকে গাইড হিসেবে প্রেরণ।
- মক্কা-মদিনা-মক্কা/মক্কা-মদিনা/মদিনা-মক্কা প্যাকেজের ব্যবস্থা।
- প্রতি মাসে ২টি গ্রুপ প্যাকেজের ব্যবস্থা। (সম্ভাব্য)
- রমজানে স্পেশাল প্যাকেজের ব্যবস্থা।
- কম খরচে উন্নত সার্ভিসের মাধ্যমে ওমরাহ পালনের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

স্বত্বাধিকারী

মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
মোবা: ০১৭১১-৫৯১৫৭৫

মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮

MEMBER ATAB MEMBER

হেড অফিস: ৭০/২ নয়াপল্টন (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০, ফোন: ৯৩৩৪২৮০, ৯৩৩৩৫৮৬
শাখা অফিস: বড় ইন্দারা মোড়, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, মোবাইল: ০১৭১১-৫৯১৫৭৫

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com www.facebook.com/holyairservice

মহানাবী (সা) হাজ্জ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন : তোমরা ফরয হজ্জ পালনের জন্য তড়িঘরি কর, কেননা তোমাদের কেউ একথা জানে না যে, তার ভাগ্যে কি ঘটে যেতে পারে।

-মুসনাদ আহমাদ- (হাদীসটি হাসান)

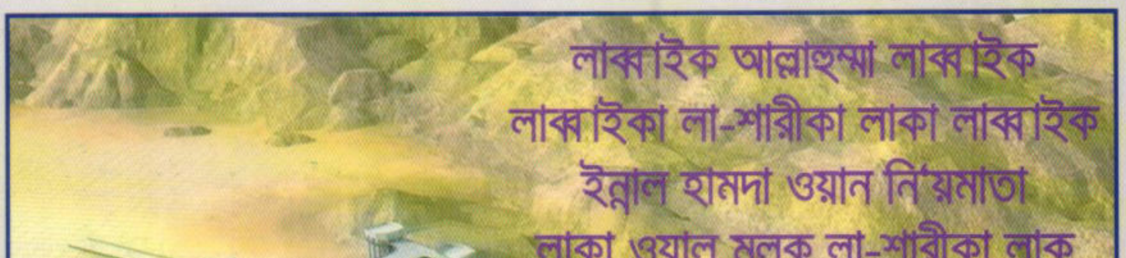

ছবি : জামারা ব্রীজ

কুর'আন ও সহীহ্ সুন্নাহ মোতাবেক হাজ্জ সম্পাদন করুন

সততা-আমানতদারিতা ও নিশ্চিন্ত নির্ভরতার অনন্য প্রতিষ্ঠান

বারাকাত ট্রাভেল এন্ড ট্যুরস

হজ্জ লাইসেন্স নং : ৬৯৬

বাংলাদেশ ও সৌদি সরকার অনুমোদিত হাজ্জ এজেন্সি

৫১, নয়াপল্টন, ঢাকা। ফোন : ৯৩৫৩৮৪২
ই-মেইল : brakat.tnt@gmail.com